ঘুরে দাঁড়াচ্ছে নাফেড : সমীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: ভারতের জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন লিমিটেড (নাফেড) একটা সময় পর্যন্ত আর্থিক দুস্থবস্তা এবং ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলির কাছে বিপুল পরিমাণ ঋণের ভারে বিপর্যস্ত হয়েছিল।কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এই প্রতিষ্ঠানই রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা করে আর্থিক দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে, ফেডারেশন ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলিকে ২২০ কোটি টাকা ঋণ শোধ করেছে।৪৭৮ কোটি টাকা দিয়ে একবারের জন্য ঋণ মুক্তির ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে তারা এই অর্থ পরিশোধ করেছে।

নতুন দিল্লিতে নাফেড-এর সদর দফতরে ২০১৮-র ২৭ মার্চ সংস্থা একটি ঋণ পরিশোধ নথিতে স্বাক্ষর করেছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রধান ব্যাঙ্ক হিসাবে আটটি ঋণদাতা ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট থেকে নাফেড-এর এই ঘুরে দাঁড়ানোর যাত্রাপথ অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই ফেডারেশনের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।কারণ, তৈলবীজ, ডালশস্য এবং নারকেল শাঁস-এর মতো কৃষি পণ্যে মূল্য সহায়তা কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে, ২০১৬-র ২৭ জানুয়ারি একবারের জন্য সংস্থার আর্থিক সমস্যা বিষয়ে একটি সমাধানসূত্র কার্যকর হয়।

নাফেড-এর পক্ষ থেকে নতুন দিল্লিতে গতকাল ড: আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে একটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, ঋণদাতা ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের সহায়তার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বহু বরিষ্ঠ আধিকারিক, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, নীতি আয়োগ, জাতীয় সমবায় সংস্থা এবং নাফেড-এর পরিচালনমণ্ডলীর সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং নাফেড-এর সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত ব্যবস্থা রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক এবং এই সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। ডালশস্য এবং তৈলবীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রেকর্ড করার জন্য সিং নাফেড-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ধর্মেন্দ্র প্রধান আর্থিক সমস্যা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য নাফেড-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র এই সংগঠনের জন্যই নয়, কৃষকদের স্বার্থেও এই কাজ বিশেষ উপকারী ভূমিকা নেবে। এ প্রসঙ্গে তিনি কৃষিক্ষেত্রে বর্জ্য পরিচালন এবং জৈব জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নাফেড-এর সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। নাফেড-এর চেয়ারম্যান ভি আর বোদা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস কে চাড্ডা প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বনজ দ্রব্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্তদের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: উপজাতীয়দের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল্য সংযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বন ধন', ধন এবং 'গোবর ধন' কর্মসূচিগুলির মধ্যে গ্রামাঞ্চলের উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের এক সম্ভাবনা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলির এই তিনটি কর্মসূচি একইসঙ্গে তুলে ধরা দরকার।

'বন ধন বিকাশ কেন্দ্র' স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ মূল্য সংযুক্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বিজাপুরে প্রথম আদর্শ বন ধন বিকাশ কেন্দ্রেটিতে ৩০০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য ৪৩.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিকাঠামো এবং কেন্দ্রের ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা হবে। এই কেন্দ্রে তেঁতুল কাঠ ব্যবহার করে ইট তৈরির জন্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা, মহুয়া ফুল সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং চিরঞ্জী বীজ পরিস্করণ ও প্যাকেজিং-এর ব্যবস্থা দিয়ে কাজ শুরু হবে।

'বন ধন'-এর আওতায় ৩০ জন করে উপজাতীয় সংগ্রাহককে নিয়ে ১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। এঁদের প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং বন থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের বস্তুর মূল্য সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর মূলধন দেওয়া হবে। একজন সংগ্রাহকের নেতৃত্বে কাজ করে এই গোষ্ঠীগুলি তাঁদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য শুধুমাত্র রাজ্যের মধ্যেই নয়, তার বাইরেও বিপণন করতে পারবে। ট্রাইফেড এই কাজের প্রশিক্ষণ এবং টেকনিক্যাল সহায়তার ব্যবস্থা করবে। সারা দেশে এই ধরনের ৩০ হাজার কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। উপজাতীয়দের পণ্যের লাভজনক মূল্য সুনিশ্চিত করতে মূল্য সংযুক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় তিনটি পর্যায়ে মূল্য সংযুক্তির মধ্য দিয়ে উপজাতীয়দের আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে। তৃণমূলস্তরে বনজদ্রব্য সংগ্রহের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাজে লাগানো হবে। অন্যান্য সরকারি দফতর এবং প্রকল্পের সঙ্গে একত্রিতভাবে এবং নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে 'আজীবিকা'র মতো আগেকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা হবে। এই সব গোষ্ঠীগুলিকে সুষম পদ্ধতিতে বনজ ফসল তোলা ও সংগ্রহের জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযুক্তির জন্যও তাদের প্রক্ষিণের ব্যবস্থা করা হবে। এই সব গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে একটি করে ক্লাস্টার তৈরি করে তাদের মোট উৎপাদিত পণ্যকে বাণিজ্যিকভাবে বিপণন এবং 'বন ধন বিকাশ কেন্দ্র'-এর প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এই সব পণ্যদ্রব্য প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের পর রাজ্য পর্যায়ের রূপায়ণকারী সংগঠনের হাতে তুলে দেবে। সেখান থেকে সরাসরি মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্পোরেট প্রক্রিয়াকারী সংস্থাকে এই সব পণ্য সরবরাহ করা হবে। জেলা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মাধ্যমিক মানের মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে যুক্ত করা হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের এই মডেলটি বেসরকারি শিল্পোদ্যোগে সংক্রান্ত দক্ষতা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বিপণনের কাজে লাগানো হবে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পোদ্যোগ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বৃহৎ মূল্য সংযুক্তি হাব গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছে।

'বন ধন বিকাশ কেন্দ্রগুলি সাধারণ বনজ দ্রব্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কারণ, এই সব কেন্দ্র থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং বনজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ জেলাগুলিতে এর ভিত্তিতে সুষম জীবনজীবিকার ব্যবস্থা হবে।

বিমান তৈরি এবং অসামরিক উড়ান ক্ষেত্রের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে : প্রভু

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় অসামরিক উড়ান দফতরের মন্ত্রী সুরেশ প্রভু বলেছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় বিমান তৈরি এবং বিমানের যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও উড়ান ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া, ভারতের বিশ্বমানের যাত্রী পরিষেবা এবং কার্গো হাব গড়ে তোলার ওপরও তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে চান। বিমান শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিভিন্ন বিমান সংস্থার প্রধান, বিমানবন্দরের অধিকর্তা, বিমান পরিচালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এক সভায় প্রভুব বলেন যে, বিমানের যাত্রীদের যাতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আনন্দময় হয়, তা দেখা এবং গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি বেসরকারি ক্ষেত্র যাতে সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা দরকার। এই বৈঠকে যাত্রী পরিষেবা, নিরাপত্তা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, পরিকাঠামো এবং বিমান সংযোগের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অসামরিক উড়ান মন্ত্রকের সচিব রাজীব নারায়ণ চৌবে এবং মন্ত্রকের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সুরেশ প্রভু জানান, নিয়মিত ভিত্তিতে এই ধরনের বৈঠকের আয়োজন করে উড়ান শিল্পক্ষেত্রকে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অর্থ শুধুমাত্র সরকারের সঙ্গেই নয়, ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গেও অংশীদারিত্ব হিসাবে ধরতে হবে। তিনি, বিভিন্ন শহরের বিমান যাতায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে সমীক্ষা চালানোর ওপরও জোর দেন। ভারতকে বিমানযোগ মালপত্র পরিবহণের হাব হিসাবে গড়ে তোলা এবং 'ই-ন্যাশনাল এয়ার কার্গো কমিউনিটি সিস্টেম' এবং 'ই-ফ্রেট কার্গো' ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজের অগ্রগতি বিষয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পোস্ট মাস্টার জেনারেলের উদ্যোগে কলকাতায় ডাকটিকিট প্রকাশ করা হচ্ছে।

অফলাইনে মিলবে পেটিএম

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: এবার অফলাইনেও মিলবে পেটিএম-এর সুবিধা। কারণ, অফলাইনে ক্যাশলেস পেমেন্টের ব্যবস্থা আনতে চলেছে এই সংস্থাটি। কী সেই মাধ্যম বা ব্যবস্থা? সংস্থার তরফে এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে ট্যাপ কার্ড। পেটিএম-এর এই ট্যাপ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকরা এবার ফোন ও ইন্টারনেট ছাড়া খুব সহজেই পেটিএম-এর ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা পাবেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ : পুরী

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় আবাসন এবং পৌর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) হরদীপ পুরী বলেছেন, দেশে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' অভিযানের সাফল্যের জন্য মানুষের ব্যবহারিক পরিবর্তন এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত সপ্তাহে নতুন দিল্লিতে ফিকি আয়োজিত 'ইন্ডিয়া স্যানিটেশন কনক্লেভ, ২০১৮'-তে তাঁর ভাষণে পুরী শৌচালয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারিক পরিবর্তন আনতে তৃণমূল স্তরে বেসরকারি ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' ২০১৪-য় লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছতার উদাত্ত আহ্বানে নজিরবিহীনভাবে বেগবান হয়ে উঠেছে। যেভাবে এই অভিযান এক গণবিপ্লবে পরিণত হয়েছে এবং সত্যিকারের জন-আন্দোলনের রূপ পেয়েছে তাতে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন।

পৌর এলাকার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আবাসন এবং পৌর মন্ত্রকের কাজের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৮-র এপ্রিল মাস পর্যন্ত সারা দেশে প্রকাশ্যে মলত্যাগবিহীন ২,০৫০টি শহর, ৫১,৭০৪টি ওয়ার্ডে ১০০ শতাংশ ঘরে ঘরে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, ৪৭ লক্ষ ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচালয় নির্মাণ এবং ২০১৮-র মার্চ মাস পর্যন্ত ৩ লক্ষ ১৯ হাজার গোষ্ঠী ও জনশৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতার মানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শহরের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে তাঁর মন্ত্রক 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সমীক্ষা' চালিয়েছে। ২০১৬-য় এই সমীক্ষায় ৭৩টি শহর থেকে বেড়ে ৪,০২৩টি শহরে কাজ চালানো হয়েছে। ২০১৮-র ৪ জানুয়ারি থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত সর্বশেষ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের কাজ হয়েছে বলে তিনি জানান।

পুরী, ২০৩০ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঙ্ঘের সুষম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই লক্ষ্যমাত্রার ৬ নং বিষয়টি অর্থাৎ, 'সবার জন্য পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা' সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত উদ্যোগের ফলে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর মতো ভারত সরকারের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির সহায়তায় এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলেও তিনি বলেন।

স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে একজায়গায় নিয়ে আসার জন্য তিনি 'ইন্ডিয়া স্যানিটেশন কোয়ালিশন'কে অভিনন্দন জানান। কারণ, এর ফলে জল, স্বচ্ছতা এবং স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারবে। তিনি এদিন ২০১৮-র আইএসসি-ফিকি পরিচ্ছন্নতা পুরস্কার প্রদান করেন। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় কাজের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

তাঁতিয়া কনস্ট্রাকশনস্ লিমিটেড TANTIA
রেজিঅফিস : ডিডি৩০, সেক্টর ১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪
CINL74210WB1964PLC026284
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনসাধারণকে /সকল পক্ষকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির রেজিস্ট্রার্ড অফিস ২৫-২৭, নেতাজি সুভাস রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে ডিডি৩০, সেক্টর ১ সল্ট লেকসিটি, ৮ম তল, কলকাতা-৭০০ ০৬৪ ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে যা কার্যকরী হয়েছে ১৬ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ থেকে।
তাঁতিয়া কনস্ট্রাকশনস্ লিঃ-এরপক্ষে
স্বা/-
প্রীতি টোডি
কোম্পানি সেক্রেটারি
A33367
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫/০৪/২০১৮

পূর্ব রেলওয়ে
ই_টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : পিসিই_২০১৮_০৯, তারিখ ২৫.০৪.২০১৮ ফর ই_প্রোকিওরমেন্ট। প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য **আরডিএসও অনুমোদিত উৎসসমূহ** থেকে ই_প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এ ই_বিড আমন্ত্রণ করছেন। **টেন্ডার নং : ০২১৮৬০০৯১। স্টোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** সাম্প্রতিকতম অল্ট /আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং সহ স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট এবং নাট, ইয়ার ক্লিপস, ইনসুলেটিং লাইনার বাদে (আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড লেআউট ড্রইং নং টি-৬১৫৪ তৎসহ সাম্প্রতিকতম অল্ট অনুযায়ী সাব-অ্যাসেম্বলি লেআউট নং টি-৬১৫৫ তৎসহ সাম্প্রতিকতম অল্টারেশন অনুযায়ী) পিএসসি স্লিপারের ওপর ফ্যান শেপড লেআউটের জন্য ১ ইন ১২ বিজি ৬০ কেজি টার্নআউটের জন্য সকল ফিটিংস সহ সম্পূর্ণ অর্থাৎ সুইচ পোর্শনের জন্য সকল ফিটিংস সহ জেডইউ-১-৬০/৬০ই১এ১ থিক ওয়েব গ্রেড ৮৮০ ক্লাস এ টাং রেল এবং ইউআইসি ৬০ গ্রেড ৮৮০ ক্লাস এ স্টক রেল এবং চেক রেল তৎসহ ইলাস্টিক ফাস্টনারস এবং স্প্রিং অপারেটেড সেটিং ডিভাইস আরডিএসও-টি-৬২১৬ সহ ১০১২৫ মিমি কার্ভড সুইচের প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিকেশন এবং সরবরাহ। (দ্রষ্টব্য: (১)'সাম্প্রতিকতম' অর্থাৎ টেন্ডার বন্ধের বাস্তবিক তারিখ পর্যন্ত অল্টারেশন/সংশোধন। (২) টেন্ডার নথিপত্রে চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী ভেন্ডারের নিজস্ব ব্যয়ে টাং রেলের জন্য অ্যাসিমেট্রিকাল জেডইউ রেলের ব্যবস্থা করতে হবে। ভেন্ডার কর্তৃক জমা করা প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিনামূল্যে রেলওয়ে কর্তৃক স্টক এবং চেক রেল সরবরাহ করা হবে)। **কনসাইনি ও পরিমাণ:** মোট - ১৩৮ সেট। **টেন্ডারের মূল্যমান** : ৮,৬৮,৭৫,১৪০ টাকা। **বায়নামূল্য** : ৫,০০,০০০ টাকা, হেড অফ অ্যালোকেশন : ০০০৮৪৫-৭৯। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ২৪.০৫.২০১৮ তারিখে দুপুর ২টো। এরূপ ই_টেন্ডারের জন্য ডাক/ফ্যাক্স মাধ্যমে অথবা নিজে এসে জমা করা ম্যানুয়াল অফার স্বীকৃত হবে না। উপরোক্ত ই_টেন্ডারের নথিপত্র সহ সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(MISC-42/2018-19) PPS
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং :** [illegible] **কাজের বিবরণ :** [illegible] **টেন্ডার মূল্যমান :** [illegible] **বায়নামূল্য :** [illegible] **ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং :** [illegible] **কাজের বিবরণ :** [illegible] **টেন্ডার মূল্যমান :** [illegible] **বায়নামূল্য :** [illegible] **টেন্ডার জমা শেষ তারিখ ও সময় :** [illegible] **টেন্ডার খোলার তারিখ :** [illegible] টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময় সময়ে হওয়া যে কোনও সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(SDAH-19/2018-19) PPS
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

বাগাড়িয়া ট্রেডিং লিমিটেড
CIN:L51109WB1981PLC034234
রেজি. অফিস : ১৬৭, এন এস রোড, (রাজাকাতরা) কলকাতা - ৭০০ ০০৭
৩১-০৩-২০১৮-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
(লক্ষ টাকায়)

ক্রম সংখ্যা	বিবরণ	সমাপ্ত ৩ মাস ৩১-০৩-১৮	পূর্ববর্তী বছরে সমসাময়িক সমাপ্ত ৩ মাস ৩১.০৩.১৭	বছর থেকে তারিখ পর্যন্ত ৩১.০৩.১৮	বছর থেকে তারিখ পর্যন্ত ৩১.০৩.১৭	সমাপ্ত পূর্ববর্তী বছর ৩১-০৩-১৭ (নিরীক্ষিত)
১.	নিট বিক্রয়	২৭৪০.৯০	১,৪৩৮.৯৫	৮২৬৬.৯২	৭৭৮৮.৮৩	৭৭৮৮.৯৩
২.	অন্যান্য আয়	৩.১০	১৩০.৩৪	৭.৮৮	১৩৮.১৩	১৩৭.৫১
৩.	মোট ব্যয় :					
	ক) বৃদ্ধি/হ্রাস মজুত ব্যবসায়ে	-৬৪.২৬	(৮৬.২৩)	২৭৫.৮৯	(২১৭.৫৯)	(২১৭.৫৯)
	খ) ক্রয়	২৭১৮.৫৭	১৫৭৬.৫৩	৭৭১৩.১৬	৭৮৪৬.৭৪	৭৮৪৬.৭৬
	গ) কর্মী ব্যয় ও অন্যান্য	৬৫.৪৬	৪৭.৪৪	১৮৬.৫৬	৯৫.০৮	৯৪.৬৮
৪	কার্যকরী লাভ	২৪.২৩	৭৬.৫৫	৯৯.১৯	২০২.৭৩	২০২.৫৯
৫.	সুদ (নিট)	১৭.৯৫	১৭.০৭	৭২.২৯	৫৮.২৩	৫৮.২২
৬.	অবচয়	০.৯৩	০.৮১	৩.৭৩	৩.৩৮	৫.৬৯
৭.	করের পূর্বে লাভ (+)/ ক্ষতি (-)	৫.৩৫	৫৮.৬৭	২৩.১৭	১৪১.১২	১৩৮.৬৮
৮.	করের জন্য সংস্থান		-		২৮.২৮	২৮.২৫
৯.	করের পরে নিট লাভ	৫.৩৫	৫৮.৬৭	২৩.১৭	১১২.৮৪	১১০.৭২
১০.	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির মূল্য ১০ টাকা)	৪৮.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	৪৮.০০
১১.	পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২৯৬.০১	২৯৬.০১	২৯৬.০১	২৯৬.০১	২৯৬.০১
১২.	শেয়ার প্রতি আয়	১.১১	১২.২২	৪.৮৩	২৩.৫১	২৩.০৭
১৩.	অনুদ্যোগী কর্তৃক অধিকৃত শেয়ার					
	—শেয়ার সংখ্যা	৩২৮৭৫০	৩২৮৭৫০	৩২৮৭৫০	৩২৮৭৫০	৩২৮৭৫০
	—অধিকৃত শেয়ারের শতাংশ	৬৮.৪৯	৬৮.৪৯	৬৮.৪৯	৬৮.৪৯	৬৮.৪৯

দ্রষ্টব্য:-
১. উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ৩০.০৪. ২০১৮-এর পরিচালকবর্গের সভায় অনুমোদিত ও গৃহীত।
২. করের জন্য সংস্থান বছরের শেষে নির্দিষ্ট করা হবে।
৩. পূর্ববর্তী বছরের অর্থাঙ্কগুলি প্রয়োজন অনুসারে পুনর্সজ্জিত এবং পুনঃব্যবস্থিত করা হয়েছে।
বোর্ডের আদেশানুসারে
বাগাড়িয়া ট্রেডিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/- রাজ কুমার বাগাড়িয়া
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০-০৪-২০১৮

মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড
CIN:L27101WB1985PLC039503
রেজিঃ অফিস : আইডিয়াল সেন্টার, **পঞ্চম তল**, ৯, এজেসিবোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
e-mail:office@maithanalloys.com, website: www.maithanalloys.com
Ph: 033-6450-2228 Fax: 033-2290-0383
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
লক্ষ টাকায়

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	একক					একত্রিত	
		সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত বছর		সমাপ্ত বছর	
		৩১.১২.১৬ নিরীক্ষিত আইএনডিএএস	৩১.১২.১৭ অনিরীক্ষিত আইএনডিএএস	৩১.০৩.১৭ নিরীক্ষিত আইএনডিএএস	৩১.০৩.১৮ নিরীক্ষিত আইএনডিএএস	৩১.০৩.১৭ নিরীক্ষিত আইএনডিএএস	৩১.০৩.১৮ নিরীক্ষিত আইএনডিএএস	৩১.০৩.১৭ নিরীক্ষিত আইএনডিএএস
১.	নিট কাজের থেকে আয়	৪৪,৮২৯.০১	৫৫,৪০২.৭৬	৪৮,২৭৪.৪৪	১,৯০,৯৫০.৮৪	১,৪১,১৯৯.৭৫	১,৯০,৯৭৪.৪৭	১,৪১,২৬৮.৭৮
২.	নিট লাভ/ক্ষতি সাধারণ কার্যকলাপ (করের পূর্বে অতিরিক্ত বিষয়সমূহ)	১০,৮০৮.০১	১০,৪৪৬.৭৮	১২,৬৫০.৭৫	৩৭,৫৯০.৪৯	২৪,৯৯১.২৭	৩৭,৫৯৯.১৯	২৪,৭২৪.৭২
৩.	নিট লাভ/ক্ষতি সাধারণ কার্যকলাপ (করের পরে অতিরিক্ত বিষয়সমূহ)	১০,৮০৮.০১	১০,৪৪৬.৭৮	১২,৬৫০.৭৫	৩৭,৫৯০.৪৯	২৪,৯৯১.২৭	৩৭,৫৯৯.১৯	২৪,৭২৪.৭২
৪.	নিট লাভ/ক্ষতি সাধারণ কার্যকলাপ (করের পরে অতিরিক্ত বিষয়সমূহ)	৮,৮৯৭.৯৬	৭,৮৩২.৫৮	৯,০৩৯.০১	২৯,১৭৪.৬৪	১৮.৫৬৭.১৩	২৯,১৮১.২৬	১৮,২৯৮.৪৩
৫.	সময়কালীন তুলোনিয় লাভ (করের পরে লাভ/ক্ষতি সময়কালীন এবং অন্যান্য তুলোনিয় আয় করের পরে)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৬.	আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির প্রারম্ভিক মূল্য ১০ টাকা)	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষণ পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্সশিট অনুসারে)				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির প্রারম্ভিক মূল্য ১০ টাকা) (চালু এবং অকার্যকারী বিষয়) মূল	৩০.৫৭	২৬.৯১	৩১.০৫	১০০.২২	৬৩.৭৮	১০০.২৪	৬২.৮৬
	মিশ্র	৩০.৫৭	২৬.৯১	৩১.০৫	১০০.২২	৬৩.৭৮	১০০.২৪	৬২.৮৬

১) [illegible] www.nseindia.com, www.bseindia.com ও www.cse-india.com [illegible] www.maithanalloys.com [illegible]
২) [illegible]
৩) [illegible]
৪) [illegible]
মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
(এস সি আগরওয়াল)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : এপ্রিল ৩০, ২০১৮

রেডিয়েন্ট ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ
রেজি: অফিসঃ পি-৩৫৫, কেয়াতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৯
ফোন: ২৪৬৪ ৩৭১৭/৪০৬৪ ৮২৫২
E-mail: rfsl@rediffmail.com
CIN: L65991WB1991PLC053192
Visit us at: www.radiantfinancialservices.com
বিজ্ঞপ্তি
ক্ষেত্রীয় রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ৩০ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য ৯ মে, ২০১৮ তারিখে কোম্পানির পরিচালকবর্গের সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
রেডিয়েন্ট ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
মিনাক্ষী গুপ্তা
কোম্পানির সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০/০৪/২০১৮

জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুসারে সার্কুলার নাম্বার ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নাম্বার ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ অনুসারে ৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখ থেকে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হয়েছে, সেই কারণেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স রাজঘরানা মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড অফ ২৩বি এনএস রোড, দ্বিতীয় তল, রুম নং ১১২, কলকাতা-৭০০ ০১, পেশা ব্যবসা, এর পরিচালচমণ্ডলী পরিবর্তন হবে। মূল প্রস্তাব হল বর্তমানে এই নন্ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন ব্যবস্থা ও কার্যাবলীকে শক্তিশালী করা।
ডিরেক্টরদের পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :
শ্রীনিলেশ মুরারিলাল আগরওয়াল যাকে ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ২০.০৮.২০০৭ তারিখে।
শ্রীরমাকান্ত জগন্নাথ আমভোরেকে ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৮.০৯.২০১৬ তারিখে।
শ্রীগোপল ঘনশ্যাম দাস গোয়েল ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল [illegible] তারিখে।
[illegible]
এর আগে কখনও এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি, [illegible]
তারিখ : ১.০৫.২০১৮